বীজ প্রত্যয়নের প্রাথমিক ধারনা

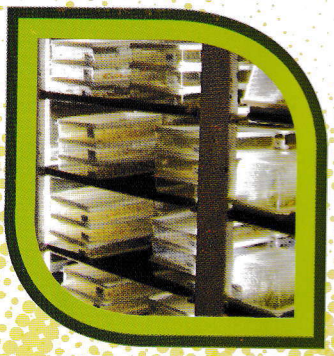

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসারের কার্য্যালয়
নরসিংদী-১৬০০
www.sca.narsingdi.gov.bd

ভূমিকা ঃ

মানসম্পন্ন বীজের চহিদা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে বীজ অনুমোদন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠানটি **বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী** হিসেবে নামকরণ করা হয়।

" বীজ " অর্থ মাদকদ্রব্য অথবা চেতনানাশক হিসাবে ব্যবহার ব্যতীত, পুনঃউৎপাদন এবং চারা তৈরিতে সক্ষম নিম্নবর্ণিত যে কোনো জীবিত ভ্রূণ বা বংশ বিস্তারের একক (প্রপাগিউল), যেমন-

(ক) খাদ্য-শস্য, ডাল ও তৈল বীজ, ফলমূল এবং শাক-সবজির বীজ;
(খ) আঁশ জাতীয় ফসলের বীজ;
(গ) পুষ্পদায়ক ও শোভাবর্ধক উদ্ভিদের বীজ;
(ঘ) পত্রযুক্ত (বিচালি) পশুখাদ্যের বীজসহ চারা, কন্দাল, বাল্ব (Bulb), রাইজোম, মূল ও কান্ডের কাটিংসহ সকল ধরনের কলম এবং অন্যান্য অঙ্গজ বংশ বিস্তারের একক;

বীজের শ্রেণি ঃ

কোনো জাত বা প্রজাতির বীজ নিম্নবর্ণিত ৪ (চার) শ্রেণির হইবে,
যথা : (ক) প্রজনন বীজ (খ) ভিত্তি বীজ (গ) প্রত্যায়িত বীজ এবং (ঘ) মানঘোষিত বীজ।

(১) প্রজনন বীজ :

(ক) এর উৎস হইবে নিউক্লিয়াস বীজ
(খ) ভিত্তি বীজের প্রথম ও বর্ধিত উৎস হিসাবে বিবেচিত হইবে
(গ) প্রজননবিদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে উৎপাদন করিতে হইবে
(ঘ) কেবল বীজ বর্ধন কার্যে ব্যবহৃত হইবে এবং
(ঙ) এর প্রত্যয়ন ট্যাগ হইবে সবুজ রঙের।

(২) ভিত্তি বীজ

(ক) এর উৎস হইবে প্রজনন বীজ যা প্রত্যায়িত বীজের বর্ধিত উৎস হিসাবে বিবেচিত হইবে
(খ) কেবল বীজ বর্ধন কার্যে ব্যবহৃত হইবে : তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় প্রয়োজনে সিড প্রমোশন কমিটির সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে ভিত্তি বীজ থেকে ভিত্তি বীজ কেবল ১ (এক) বার উৎপাদন করা যাইবে এবং
(গ) এর প্রত্যয়ন ট্যাগ হইবে সাদা রঙের।

(৩) প্রত্যায়িত বীজ

(ক) ভিত্তি বীজের বংশধর হিসাবে উৎপাদিত হইবে এবং
(খ) এর প্রত্যয়ন ট্যাগ হইবে নীল রঙের।

(৪) মানঘোষিত বীজ

(ক) ভিত্তি ও প্রত্যয়িত বীজের বংশধর হইবে
(খ) এর বীজমান ও মাঠমান হইবে প্রত্যয়িত বীজের অনুরূপ এবং
(গ) এর প্রত্যয়ন ট্যাগ হইবে হলুদ রঙের।

"প্রত্যায়িত বীজ" অর্থ এইরূপ বীজ যাহা বীজ আইন, ২০১৮ এবং বীজ বিধিমালা, ২০২০ এর অধীন প্রদত্ত প্রত্যয়নের সকল শর্ত পূরণ করিয়াছে এবং প্রত্যয়ন ট্যাগ সংযুক্ত ধারকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

"প্রক্রিয়াজাতকরণ" অর্থ বীজের বিশুদ্ধতা, অঙ্কুরোদ্‌গম ক্ষমতা ও গুণগতমান অক্ষুণ্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রম।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কার্যাবলী নিম্নরূপ :

(ক) বীজ উৎপাদকগণকে বীজের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান;

(খ) নিম্ন ফলনশীল অথবা রোগ ও পোকামাকড় সংবেদনশীল হইবার কারণে কোনো জাতের ছাড়করণ বা নিবন্ধন প্রত্যাহারের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে পরামর্শ প্রদান;

(গ) বাজারজাতকৃত বীজের মান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বীজ পরীক্ষা ও পরিদর্শন;

(ঘ) লেবেল বা চিহ্নযুক্ত বীজের নমুনা সংগ্রহপূর্বক যথাযথ পরীক্ষার মধ্যমে উহাদের ঘোষিত মানের সঠিকতা যাচাইকরণ;

(ঙ) বীজের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত তথ্য এবং উপাত্ত সংগ্রহ;

(চ) নিয়ন্ত্রিত ফসলের প্রজনন বীজ, ভিত্তি বীজ এবং প্রত্যয়িত বীজ প্রত্যয়ন;

(ছ) সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বীজ প্রত্যয়ন;

(জ) নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন;

(ঝ) কৃষক পর্যায়ে উন্নত বীজের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান; এবং

(ঞ) বীজ আইন, ২০১৮ ও বীজ বিধিমালা, ২০২০ এর বিধানাবলীর যথাযথ প্রয়োগ কার্যকর করা এবং উহার লঙ্ঘনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

বীজ পরিদর্শকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

(১) বীজ পরিদর্শক নিম্নবর্ণিত ব্যক্তির নিকট হইতে যে কোনো ফসল বা জাতের বীজের নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) বীজ বিক্রয়কারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(খ) ক্রেতা বা প্রাপকের নিকট বীজ পৌঁছানো বা সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত বা সরবরাহের জন্য প্রস্তুতকরণে নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান; বা

(গ) বীজের ক্রেতা বা প্রাপক।

(২) বীজ পরিদর্শক উপ-ধারা (১) অনুসারে সংগৃহীত বীজের নমুনা সংশ্লিষ্ট এলাকার বীজ বিশ্লেষকের নিকট পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৩) বীজ পরিদর্শক বীজ বিক্রয়ের জন্য গৃহ বা দোকানে সংরক্ষিত কোনো ধারক পরিদর্শন করিতে পারিবেন : তবে শর্ত থাকে যে, গৃহ বা দোকানের মালিক বা দখলদার উক্ত গৃহ বা দোকানের দরজা খুলিতে বা উন্মুক্ত করিতে বাধা প্রদান করিলে বীজ পরিদর্শক অন্যূন ২ (দুই) জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে উক্ত গৃহ বা দোকানের দরজা ভাঙ্গিয়া ধারক উন্মুক্ত করিতে পারিবেন।

(৪) বীজ পরিদর্শনকালে বীজ পরিদর্শকের নিকট যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, প্রক্রিয়াজাতকরণ বা বিপণনের জন্য সংরক্ষিত কোনো বীজ ভেজালযুক্ত বা পোকামাকড় ও রোগবালাই আক্রান্ত যাহা ফসল উৎপাদনের জন্য যথাযথ মানসম্পন্ন নহে, তাহা হইলে তিনি উক্ত বীজ নির্ধারিত পদ্ধতিতে জব্দ, ব্যবহার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

(৫) বীজ আইন, ২০১৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

"বীজ ডিলার" অর্থ কৃষিকাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কোনো ফসল বা জাতের বীজ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপাদন অথবা বিক্রয়, সংরক্ষণ, আমদানি, রপ্তানি, বিনিময় বা অন্যকোনোভাবে সরবরাহের কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি, কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অথবা নিজে বা অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে স্থানীয় হাট-বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন বা মজুদকারী কোনো কৃষক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না;

বীজ ডিলারের নিবন্ধন ঃ

(১) কোনো ব্যক্তি নিবন্ধন সনদ ব্যতীত বীজ ডিলার হিসাবে ব্যবসা করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি বীজ ডিলার হিসাবে ব্যবসা করিতে চাহিলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফি প্রদান সাপেক্ষে, নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট আবেদন করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর বোর্ড, আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলী পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও মেয়াদে, আবেদনকারীকে বীজ ডিলার হিসাবে নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবে।

বীজ ডিলার কর্তৃক অনুসরণীয় শর্তাবলি :

১। জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নির্দেশিকা অনুসরণ করিয়া নিবন্ধিত ফসলের জাতের বিশুদ্ধতা বজায় রাখিতে হইবে।

২। কোনো ফসলের জাতের বা প্রজাতির বীজ ধারকের মেয়াদ উত্তীর্ণের পর বীজ বিক্রয়, বিক্রয়ের প্রস্তাব, মজুদ, বিনিময় বা বিতরণ করা যাইবে না।

৩। জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বীজ মান অনুযায়ী বীজ বাজারজাত করিতে হইবে।

৪। ধারকের মার্ক বা লেবেল পরিবর্তন বা বিকৃত করা যাইবে না।

৫। বীজ লটের বিক্রিত বীজের তথ্য সম্বলিত প্রত্যয়ন ট্যাগ বীজ লট নম্বর দ্বারা সহজে চিহ্নিতকরণ ও পরিদর্শনের জন্য কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসর সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৬। বীজ ডিলারের অনুকূলে নিবন্ধিত ফসলের জাতের বীজ অন্য কোনো বীজ ডিলার বাজারজাত করিতে চাহিলে উভয় পক্ষের সমঝোতা-স্মারক সম্পাদনের মাধ্যমে বীজের মোড়কে প্রকৃত মালিকানা এবং জাতের নাম উল্লেখপূর্বক বাজারজাত করা যাইবে।

৭। শর্ত ৬ এর অধীন বর্ণিত সমঝোতা-স্মারক ব্যতীত, অন্য কোনো বীজ ডিলারের নাম বা তাহার অনুকূলে নিবন্ধিত বা ছাড়কৃত ফসলের জাতের নাম বা ট্রেডমার্ক বীজ ধারকে লেবেলযুক্ত করিয়া বীজ বিক্রয় করা যাইবে না।

৮। বীজ পরিদর্শক বা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বীজের নমুনা সংগ্রহ করিতে বা পোস্ট-কন্ট্রোল কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করিতে সহযোগিতা করিতে হইবে।

৯। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী হইতে প্রদত্ত বীজের প্রত্যয়ন ট্যাগে বর্ণিত পরিমাণ অনুযায়ী বীজ প্যাকেটজাত করিতে হইবে।

১০। ফসলের জাত বা বীজ বিক্রয়ের জন্য সরবরাহকৃত বীজের প্রতিটি লটের বিস্তারিত তথ্য এইরূপভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে পরিদর্শনের সময় প্রতিটি বীজ ধারকের প্রত্যয়ন ট্যাগ ও লট নম্বর শনাক্ত করা যায়।

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলের ক্রমিক নম্বর (৪৬) এর বিপরীতে "বীজ আইন, ২০১৮ এর ধারা ২৪, ২৫ ও ২৬" অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

ধারা ২৪ঃ অপরাধ ও দণ্ড।

(১) যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন বীজ পরিদর্শকের উপর অর্পিত কোনো দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করেন বা অন্য কোনোভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজের বিষয়ের কোনো শর্ত লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কৃত অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তি অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনূর্ধ্ব ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ২৫ ঃ

অপরাধ সংঘটনে সহায়তার দণ্ড : যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনে অন্য কোন ব্যক্তিকে সহায়তা করেন, তাহা হইলে উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অপরাধ সংঘটনকারীর সমপরিমাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ২৬ ঃ

অপরাধ পুনঃসংঘটনের দণ্ড। এই আইনে উল্লিখিত কোনো অপরাধের জন্য পূর্বে দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তি যদি পুনরায় একই অপরাধ করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৪ তম সভার সুপারিশ এবং অর্থ বিভাগের ১৭/০৬/২০২১ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৪৫.৪৩.০০১.১৫.৩৭ নং স্মারকে প্রদত্ত সম্মতি সাপেক্ষে বীজ বিধিমালা, ২০২০ অনুযায়ী ফি-এর হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ :

ক্রম	বিবরণ	বিদ্যমান ফি	পুনঃনির্ধারিত ফি
১	বীজ ডিলার নিবন্ধন ফি	(১ বছরের জন্য) ৫০০/-	(৫ বছরের জন্য) ২,০০০/-
২	বীজ ডিলার নবায়ন ফি	(৩ বছরের জন্য) ৬০০/-	(৫ বছরের জন্য) ২,০০০/-
৩	বীজ ডিলার নিবন্ধন নবায়নের বিলম্ব ফি (মেয়াদ উত্তীর্ণের ৩মাসের মধ্যে নবায়নের আবেদন দাখিল করতে না পারলে)	--	৫০০/-
৪	বীজ প্রত্যয়ন সনদ ফি	২০০/-	২০০/-
৫	আপিল নিষ্পত্তির ফি	৫০০/-	৫০০/-
৬	নমুনা বীজ পরীক্ষা ফি	বিশুদ্ধতা প্রতি নমুনা ২০/-	বিশুদ্ধতা প্রতি নমুনা ২৫/-
		আর্দ্রতা প্রতি নমুনা ২০/-	আর্দ্রতা প্রতি নমুনা ২৫/-
		অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ২০/-	অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৫০/-
		মোট ৬০/-	মোট ১০০/-
৭	ডিইউএস বীজ পরীক্ষা ফি	২,০০০/-	৩,০০০/-
৮	অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন ফি	--	১,০০০/-

বীজ প্রত্যয়ন, লট অফার ও নমুনা সংগ্রহ কার্যক্রমের সময়সূচি

ক্রম	প্রতিবেদনের বিষয়	ধান			গম	পাট, সেচ্চা ও কেনাফ	নারী পাট, সেচ্চা ও কেনাফ	আলু	জাম
		আউশ	আমন	বোরো					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১ম	বীজ প্রত্যয়নের আবেদনপত্র এবং বপন বা রোপণ পূর্ব তথ্য দাখিলের শেষ সময়	৩০ এপ্রিল	৩০ জুন	৩১ ডিসেম্বর	১৫ নভেম্বর	১৫ এপ্রিল	৩১ জুলাই	৩১ অক্টোবর	৩১ ডিসেম্বর
২য়	বীজ বপন বা রোপণ সমাপ্তি তথ্য দাখিলের শেষ সময়	৩১ মে বা বপন/রোপণের ৭ দিনের মধ্যে	৩১ আগষ্ট বা বপন/রোপণের ৭ দিনের মধ্যে	২৫ ফেব্রুয়ারি বা বপন/রোপণের ৭ দিনের মধ্যে	৩১ ডিসেম্বর বা বপন/রোপণের ৭ দিনের মধ্যে	৩১ মে বা বপন/রোপণের ৭ দিনের মধ্যে	৩০ সেপ্টেম্বর বা বপন/রোপণের ৭ দিনের মধ্যে	১৫ ডিসেম্বর বা বপন/রোপণের ৭ দিনের মধ্যে	২৮ ফেব্রুয়ারি বা রোপণের ৭ দিনের মধ্যে
৩য়	ফুল আসার পরের বা আমন ক্ষেত্রে হাম কিলিং/হাম পুলিং করার পূর্বের তথ্য জমার শেষ সময়	৫০% ফুল আসার ৭ দিনের মধ্যে	৫০% ফুল আসার ৭ দিনের মধ্যে	৫০% ফুল আসার ৭ দিনের মধ্যে	৫০% ফুল আসার ৭ দিনের মধ্যে	৫০% ফুল আসার ৭ দিনের মধ্যে	৫০% ফুল আসার ৭ দিনের মধ্যে	হাম পুলিং করার ৭ দিন পূর্বে	৩০ সেপ্টেম্বর
৪র্থ	ফসল কর্তনের পর সংরক্ষণ করার তথ্য জমার শেষ সময়	৩০ সেপ্টেম্বর	২৮ ফেব্রুয়ারি	১৫ আগষ্ট	৩১ মে	১৫ জানুয়ারি	১৫ ফেব্রুয়ারি	৩১ মার্চ	৩০ নভেম্বর
৫ম	বীজ লট অফার বা প্রস্তাব করার ও নমুনা সংগ্রহের সময়সীমা	১৫ - ৩১ জানুয়ারি	১৫ মার্চ - ৩০ এপ্রিল	১৫ আগষ্ট - ৩০ সেপ্টেম্বর	১ - ৩০ সেপ্টেম্বর	১৫ জানুয়ারি - ২৮ ফেব্রুয়ারি	১৫ জানুয়ারি - ২৮ ফেব্রুয়ারি	১৫ সেপ্টেম্বর - ৩১ অক্টোবর	১৫ নভেম্বর - ১৫ ডিসেম্বর

সূত্রঃ ফিল্ড ইন্সপেকশন ম্যানুয়াল, ২০০৬ ও জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৭০তম সভার সিদ্ধান্ত।

প্রকাশকাল : জুন, ২০২১, মুদ্রণ সংখ্যা : ২০০০ কপি